দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৩

সার্ক দেশগুলো কী পেয়েছে, কী পাবে!

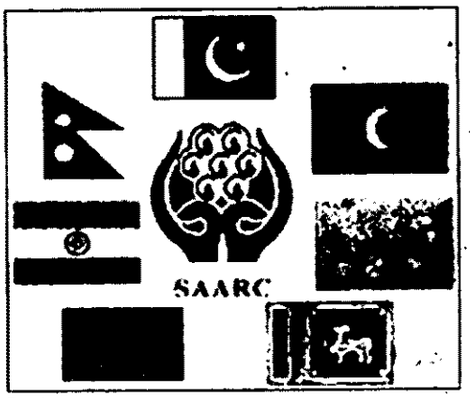

সার্ক দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করতে হলে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। আনুষ্ঠানিক সম্পর্ককে প্রায়োগিক সম্পর্কে রূপ দিতে হবে। তা না হলে দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল বা সাফটা অকার্যকর থেকে যাবে।

নয়াদিল্লীতে চতুর্দশ সার্ক সম্মেলন হয়েছে ছয় মাস হয়ে গেছে। ত্রয়োদশ সম্মেলন নভেম্বর ২০০৫ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন থেকে বাংলাদেশ ছিল সার্কের চেয়ারপারসন। চতুর্দশ সম্মেলনে চেয়ারপারসনশীপ ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে ২৯ দফা ঘোষণা গৃহীত হয়েছে। আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনে বাণিজ্যে বহুমুখী যোগাযোগ, জনগণের অবাধ চলাচল নিশ্চিতকরণ এবং সেবাখাত উন্মুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় দিল্লী ঘোষণায়। এতে সার্ক উন্নয়ন তহবিল, দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সার্ক খাদ্য ব্যাঙ্ক এবং সার্ক আরবিট্রেশন কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া দক্ষিণ এশীয় কাস্টমস্ ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ এশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রোডম্যাপ তৈরীর তাগিদ দেওয়া হয়েছে দিল্লী ঘোষণায়।

জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৬৪০ কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১০৮ কোটি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। এরমধ্যে শুধু সার্ক অঞ্চলেই বাস করছে ৬০ কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠী। দিল্লী ঘোষণায় সার্ক উন্নয়ন তহবিল এবং সার্ক বীজ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচীর বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এরফলে ২০১৫ সালের মধ্যে আটটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য তথা দারিদ্র্যের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে বেগবান করবে। পাশাপাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি, খাদ্য ও পরিবেশ এ চারটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করতে শীর্ষ নেতারা একমত হয়েছেন। এসব খাতের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ইউএনডিপি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া হবে। যাতে করে এ অঞ্চলের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়।

প্রতি বছর সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও ১৯৮৫ সালে সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে এপর্যন্ত সম্মেলন হয়েছে ১৪টি। তাও সম্মেলন না হওয়ারি প্রবণতা প্রায়শই লক্ষ্যণীয়। তারপরও প্রতিটি সম্মেলনেই ভাল ভাল আশার বাণী শুনেছে জনগণ। কিন্তু এর ছিটে-ফোঁটাও বাস্তবায়িত হয়নি। পারস্পরিক আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস দেশগুলোকে এ অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। এ থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে পাবার আগে যত ভাল যুগোপযোগী সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন তা কাগজেই থাকবে যেমনটা থেকেছে বিগত বছরগুলোতে। প্রতিটি অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে অবিশ্বাসটাও বাড়ছে। বিশেষ করে সার্কের বৃহৎ দুই অর্থনীতির জন্য এটি অধিক প্রযোজ্য।

সম্মেলন থেকে কী পেয়েছি তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর চতুর্দশ সম্মেলনের সমাপনী বক্তৃতা থেকেই স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, 'সার্ক এখন একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন ও সুযোগের মাঝখানে অবস্থান করছে।' আমরা একটু পিছন ফিরে তাকালে দেখবো এপ্রিল ১৯৯৩ ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক সম্মেলনেও এমনি উক্তি করেছিলেন তদানিন্তন সার্ক নেতৃবৃন্দ। সাক্ষী শুধু মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম। কারণ তিনি ১৪টি সম্মেলনের সবকটিতেই অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনটা কী এবং কবে আসবে তা কিন্তু কেউই খোলসা করে বলছেন না। সুযোগগুলো নিয়ে মাঝেমধ্যেই কথা হয়, এবারও হয়েছে। কিন্তু সুযোগ কবে আসবে তা পরিষ্কার হচ্ছে না। সার্ক অঞ্চলের ১৫০ কোটিরও বেশী জনগোষ্ঠী এই সুযোগের মাঝখানে আছি। কিসে আছি, তা কি বৈঠা বিহীন ডিঙি নৌকায় যা কীনা হালকা বাতাস বা একটু ঢেউ এলেই ডুবে যাবে! নাকি সমুদ্রগামী জাহাজে চড়ে বসেছি। ৪ নম্বর মহাবিপদ সমুদ্র সংকেতেও ডুববে না। এতে না পারলেও পিছু হটবে না। এটা ১৯৯৩ সালেও কেউ স্পষ্ট করেনি। ২০০৭ এ এসেও তা অস্পষ্টই থেকে গেছে।

শীর্ষ নেতারা ২০০৭ সালকে 'সবুজ দক্ষিণ এশিয়ার বছর' হিসেবে উদ্বোধন করেছেন। ২০০৮ সালকে 'সার্ক সুশাসন বর্ষ' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দুঃশাসনের ফলে সার্কের বেশ কয়েকটি দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি। বিদ্যুৎ, জ্বালানিসহ সেবাখাতগুলো দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। আফগানিস্তানে এক ধরণের গৃহযুদ্ধ বিরাজ করছে। প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই বিবদমান গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে বিরোধ প্রশমনে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নেপালে রাজপ্রথা বিলোপের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ অনেকটাই প্রশমিত হয়ে এসেছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা জানিয়েছেন মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় বেশ অগ্রগতি হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় তামিল টাইগারদের সাথে সরকারের আলোচনা এখনও সফল হয়নি। প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপাক্ষে তামিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের বিচরণ ইত্যাদি কারণে পাকিস্তানের উন্নয়ন প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হয়। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশকে দুর্নীতি এতটাই গ্রাস করে ফেলেছিল যে দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়ন প্রকল্পে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ তারা জানতো সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়েই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়। তারা জেনে-শুনে এ অর্থের অপচয় করতে চাননি। গণতন্ত্রের বদলে পরিবারতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুঃশাসনে জনগণ অতিষ্ঠ হলেও মুখ ফুটে বলার অবকাশ ছিল না। সরকার এতটাই প্রতিশোধ পরায়ণ হয়েছিল যে সরকারের অত্যাচারের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতো না। আশার কথা হচ্ছে বাংলাদেশে সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আর নেই। বরং সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ জনগণকে আশ্বস্ত করেছে যে দুর্নীতি ও দুঃশাসন বাংলাদেশে বেশীদিন চলতে পারে না। সম্মেলনের ফলে সুশাসনের এই আবহ সার্কের অন্যসব সদস্য দেশেও বিস্তৃত হলে সর্বত্রই শুভবুদ্ধির উদয় হবে, অবিশ্বাসও ঘুচবে, ২০০৮ সালে সার্ক সুশাসন বর্ষ পালন অর্থবহ হবে।

সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সাফটা চুক্তির আওতায় সার্কের স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে একতরফাভাবে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের ঘোষণা দেন। আগামী জানুয়ারিতেই এর প্রতিফলন ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি কিন্তু একটা কথা বলেননি, যে এ আমদানিতে অন্তর্ভুক্ত বাধা আরোপ করা হবে কিনা, যা ভারত নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছে সব দেশ বিশেষ করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে। পণ্যের স্ট্যান্ডার্ড, পরিবেশগত ইস্যু, আমদানি লাইসেন্স, রুলস অব' অরিজিন, প্রি-শিপমেন্ট পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারত মনগড়া নীতিমালা আরোপ করবে কিনা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তা পরিষ্কার হয়নি। সুতরাং যা পূর্বে ছিল তা পরেও হবে। অর্থাৎ ভারতের কাস্টমস্ পূর্বের মতই বর্ডারে সব আটকে দেবে। বিগত এক বছর ধরে ভারত সাফটার শুভ সূচনা হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ৮০ লক্ষ পিচ তৈরি পোশাক আমদানি করার কথা বলে আসছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন হচ্ছে না। পরিমাণ, ক্যাটাগরি, ডিজাইন সবকিছু নিয়েই বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। এসব দূর হলে পণ্যের অর্ডার, তৈরি তারপর রপ্তানি, রপ্তানির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পন্ন অন্যান্য পণ্য নিয়ে আলোচনার পথও খুলছে না। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার করতে হলে খোলা মন নিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। আনুষ্ঠানিক সম্পর্ককে প্রায়োগিক সম্পর্কে রূপ দিতে হবে, তা না হলে দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল বা সাফটা অকার্যকর থেকে যাবে। নতুবা সার্ক কাস্টমস্ ইউনিয়ন বা আঞ্চলিক ধাপ এগিয়ে এক মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা আজীবন স্বপ্নই থেকে যাবে। সার্কের জনগণের নিকট তা মোটেই প্রত্যাশিত নয়।

❑ অর্কপ্রভ ভদ্র